দৈনিক সংবাদ

10 OCT 1987
তারিখ ... পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

ডিগ্রী পরীক্ষায় আবশ্যিক ইংরেজী

আলোচ্য বিষয়ে মো: খয়রুল বাকেরের চিঠিখানি পড়লাম। কথাগুলো অত্যন্ত যুক্তিসম্মত বলেই মনে করি।

স্বীকার করি, আজকের বিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে যে কটা ভাষা চালু আছে ইংরেজী তাদের অন্যতম। কিন্তু আমাদের জাতীয় উন্নতির স্বার্থে সার্বজনীনভাবে ইংরেজী ভাষা অধ্যয়নকে অপরিহার্য বলে মনে করি না।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইংরেজী ভাষা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদায় চালু আছে। (১) মাতৃভাষা, (২) দ্বিতীয় ভাষা এবং (৩) বিদেশী ভাষা।

ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যে সব দেশে আপামর জনসাধারণ ইংরেজী ভাষায় কথা বলে সেসব দেশে ইংরেজী মাতৃভাষারূপে প্রচলিত। সেসব দেশে ভাষা প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ নেই।

ভারত, পাকিস্তান ও আফ্রিকার অনেক দেশসহ পৃথিবীর বহু দেশে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষারূপে প্রচলিত। এসব দেশ বহু ভাষাভাষিক। এদের এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে বোধগম্য নয়। একই অফিসে বা একই বিদ্যালয়ে, এমনকি একই বাজারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন এলাকার মানুষের মাতৃভাষা বিভিন্ন। তাদের নিজস্ব কোন 'লিংগুয়া ফ্র্যাঙ্কা' বা সাধারণ ভাষা নেই। অথচ একটি সাধারণ ভাষার সহায়তা ব্যতীত বিভিন্ন ভাষাভাষী এলাকার মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাদের মাতৃভাষার অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় ভাষা অধ্যয়ন করতেই হয় এবং এই দ্বিতীয় ভাষাটি তাদের সমাজে স্বভাবতই সর্বক্ষণ চালু অবস্থায় থাকে। মাতৃভাষা না হলেও দ্বিতীয় ভাষা তাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।

কিন্তু যে সব দেশ একই ভাষাভাষিক-- যেমন বাংলাদেশ যেখানে অপর কোন সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা কল্পনা করাও বাতুলতা, সেখানে ইংরেজী নিছক একটা বিদেশী ভাষা। যেহেতু বহির্বিশ্বে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষা বোধগম্য নয়; তাই বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনে কোন এক বা একাধিক বিদেশী ভাষার চর্চা করা আমাদের একান্ত দরকার। এ প্রসঙ্গে একথাটিও মনে রাখা দরকার যে, ইংরেজীই বিশ্বে প্রচলিত একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা নয় এবং ইংরেজী বিশ্বের সব দেশে সমান প্রচলিত নয়। এমন বহুদেশ পৃথিবীতে আছে যেখানে আপনার ইংরেজী বিদ্যা আর বাংলা বিদ্যার মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখা যাবে না। স্প্যানিশ, রুশীয়, ফরাসী প্রভৃতিও আন্তর্জাতিক মর্যাদায় বিশ্বে প্রচলিত বটে।

তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, সকল আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহের মধ্য থেকে ইংরেজী ভাষাই বাংলাদেশে সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক কারণেই একথা সত্য। কোন ভাষাতাত্ত্বিক কারণে নয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ইংরেজী বাংলার চেয়ে উন্নত নয়।

অতএব বিদেশী ভাষারূপে আমরা অবশ্যই শেখব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে---কতটুকু?

জাতীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্নের সংগে এ প্রশ্ন জড়িত। এ কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য যে, জাতি আমাদের ঐক্যবদ্ধ নয় এবং এ অনৈক্যের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতির মানদণ্ডে আমরা বহুধা বিভক্ত। সরলীকরণ করা যায়-- সুবিধাভোগী ও সুবিধা বঞ্চিত। শোষক এবং শোষিত। মাঝখানে আছে অবশ্য সুবিধালোভী। প্রাণপণ চেষ্টা তাদের উর্ধমুখী। এদের উর্ধারোহণ সমগ্র সমাজের উর্ধারোহণের সমার্থক নয়।

ডিগ্রী পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা আবশ্যিক বিষয়রূপে থাকবে কি-না--এ প্রশ্নের সঙ্গে সমাজের স্তরবিন্যাসের প্রশ্নটি জড়িয়ে গেছে। উপায় নেই। কারণ শিক্ষা-চিন্তা সমাজ-চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শিক্ষা সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের দেশে সমাজ বিভক্তির প্রধান এবং ঐতিহাসিক হাতিয়ার ইংরেজী ভাষা। ইংরেজী ভাষাতে দক্ষতাই জাতির একটি ক্ষুদ্রাংশকে উচ্চ চূড়ায় স্থাপন করেছে। স্বাভাবিক কারণেই সমাজের সেই সুবিধাভোগী শ্রেণীটিই ইংরেজী ভাষার পৃষ্ঠপোষক।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে সর্বজনীনভাবে চালু রাখা বা চালু করার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেয়া হয়। যুক্তি মানুষেরই সৃষ্টি। যুক্তি কখনো কখনো সত্যকে চাপা দেয়।

এখানে নিছক সত্য হল এই যে, সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষকে সমানভাবে ইংরেজী শেখার সুযোগ করে দেয়া একেবারেই অসম্ভব। একদিকে গুলশান-বনানীর বাসিন্দা--যার দৈনন্দিন উঠা-বসা বিদেশীদের সাথে। বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ। অন্যদিকে পল্লীবাসী কৃষকপুত্র অথবা শহরের বস্তিবাসী দরিদ্র।

ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকাসমূহে দীর্ঘদিন ইংরেজী ভাষার শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এইটুকু নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে দক্ষ ইংরেজী ভাষা শিক্ষকের দুর্ভিক্ষ। হাতে গোনা যে কয়জন দক্ষ ইংরেজী শিক্ষক দেশে আছেন তাদের প্রায় সবাই কেন্দ্রীভূত সেই সব বিদ্যালয়ে--যেখানে শোষক শ্রেণী কেন্দ্রীভূত।

ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়। দ্বিতীয় ভাষাও নয়। বিদেশী ভাষা মাত্র এবং তাও সকলের সমান সুযোগের সম্ভাবনা একেবারেই অনুপস্থিত।

শিক্ষাবিদ শিক্ষা পরিকল্পকদের এটা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়ার সুযোগ আমাদের এতই সীমিত, যে ইংরেজী ভাষা আমাদের সমগ্র সমাজের সমান্তরাল উন্নতি ঘটাচ্ছে না, বরং বিভক্তি ঘটাচ্ছে, অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণীটিকে, সে ইংরেজীর বাঁধন থেকে আমাদের স্বকীয়তাকে কীভাবে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। মানুষের মেধার বিকাশ তার স্বকীয়তায়, কোন বিদেশী ভাষায় দক্ষতায় নয়।

ভাষা এবং সাহিত্যের পার্থক্যের বিষয়টাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। এটা মনে রাখা দরকার যে, ভাষা দিয়েই সাহিত্য তৈরী, সাহিত্য দিয়ে ভাষা নয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রয়োজনে ভাষা আমাদের দরকার, সাহিত্য নয়। বিদেশী ভাষার ব্যবহারকারী যদি হয় হাজারে এক, তাহলে সে সাহিত্যের কারবারী লাখে এক হবে কি-না সন্দেহ। আর যে ভাষা-শিক্ষক পাওয়াই দুরূহ, সাহিত্য-শিক্ষক সেখানে পাবেন কোথায়?

একমাত্র অগতির গতি মুখস্থ করে পাস করা, নকল করে পাস করা। অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে পাস করা। না জেনে জানার ভান করা। এবং পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে গলদঘর্ম হওয়া শক্তির অপচয় করা।

হোসেন আহমদ চৌধুরী,
৯২২, শহীদবাগ, ঢাকা-১৭।